যায়যায়দিন

তারিখ 11 FEB 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

৪৪

নিক্তির একপাশে টাকা অন্যপাশে মানহীন সহায়ক পাঠ্য বই

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি

সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে কিশোরগঞ্জে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহায়ক বই পাঠ্য করানোর প্রতিযোগিতা চলছে। আর এ প্রতিযোগিতায় বইয়ের গুণগত মান বিবেচনায় আনা হচ্ছে না। বরং টাকার অঙ্কে যেসব প্রকাশনা সংস্থা এগিয়ে থাকে, শিক্ষক সমিতিগুলো সে বইকেই পাঠ্য করছে।

জানা যায়, কিশোরগঞ্জে পুথি নিলয় পাবলিকেশন্স, ফোর ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স, মৌসুমী প্রকাশনী, অ্যাডভান্সড পাবলিকেশন্স, পুথিপত্র, ঝলক প্রকাশনী, গ্লোব লাইব্রেরিসহ বেশ কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে এ কাজ করছে। বছরের শুরুতে তারা নিজ নিজ প্রকাশনীর বই সংশ্লিষ্ট উপজেলার শিক্ষক সমিতিগুলোতে জমা দেয়। আর এর পাশাপাশি চলে দরদামের প্রতিযোগিতা। শিক্ষক সমিতিগুলোকে যে প্রকাশনা সংস্থা যতো বেশি টাকা দিতে পারবে, সেই সংস্থার বই সেই উপজেলার স্কুলগুলোতে পাঠ্য করা হয়।

জানা গেছে, এ বছর সহায়ক বই পাঠ্য করাতে ফোর ব্রাদার্স পাবলিকেশন্স ছয় লাখ টাকা দিয়েছে পাকুন্দিয়া উপজেলা শিক্ষক সমিতিকে। এছাড়া হোসেনপুরে পুথি নিলয় পাবলিকেশন্স দিয়েছে সাড়ে তিন লাখ টাকা, বাজিতপুরে অ্যাডভান্সড পাবলিকেশন্স দিয়েছে দুই লাখ টাকা, কটিয়াদীতে মৌসুমী প্রকাশনী দিয়েছে তিন লাখ টাকা, ইটনায় পুথিপত্র প্রকাশনী দিয়েছে দেড় লাখ টাকা। এ ব্যাপারে হোসেনপুর উপজেলা শিক্ষক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম খোকনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি টাকা নিয়ে বই পাঠ্য করার কথা অস্বীকার করেন। সরকার

কিশোরগঞ্জ

নির্দেশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বাইরে অন্যান্য প্রকাশনীর বই কেন পাঠ্য করালেন- এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নিজেই বই বাছাই করে পাঠ্য করেছেন।

এদিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সহায়ক বই পাঠ্য করার বিধান থাকলেও ১৪ জানুয়ারি এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন) এর অফিস কক্ষে বাইরের বিভিন্ন প্রকাশনী সংস্থার বই পাঠ্য করার ব্যাপারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বোর্ড নির্ধারিত বই ব্যতিরেকে মাধ্যমিক স্তরের অন্যান্য বই পাঠ্যকরণ বিষয়ক কমিটি নামে এ কমিটি প্রায় চার বছর ধরে সহায়ক বই পাঠ্য করার কাজ করছে বলে জানা গেছে। এ কমিটির সভাপতি হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও উন্নয়ন)। এ ব্যাপারে এডিসি (শিক্ষা ও উন্নয়ন) মোঃ আবদুল আলিমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বিভিন্ন উপজেলায় টাকা নিয়ে বই পাঠ্য করার বিষয়টি জানেন না বলে জানান। এনসিটিবির বাইরে বিভিন্ন প্রকাশনীর বই কিভাবে পাঠ্য করা হচ্ছে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এনসিটিবির বইয়ের তালিকা উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছতে দেরি হওয়ায় কোনো কোনো উপজেলায় এসব বই পাঠ্য করা হয়েছে।

শিক্ষক সমিতিগুলো টাকার বিনিময়ে নিম্নমানের বই পাঠ্য করছে বলে অনেক অভিভাবকও অভিযোগ করেছেন। শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত মেনে তারা তিনগুণ, চারগুণ দাম দিয়ে এসব নিম্নমানের বই কিনতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিভাবকরা জানান।